এই পথ চলা

শুজা রশীদ

২ – লাউ গাছ

হাইওয়ে ৪০১ এ বিকেলের অফিস ফেরত ট্রাফিকের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে ঢিমে তালে এগুতে এগুতে আমার সবজী বাগানের কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম। এই ঠাণ্ডার দেশে ছয় মাস শীত আর তুষারের উপদ্রব পার হতে, আরোও সহস্র দেশীদেরকে অনুসরণ করে আমিও খেয়ে না খেয়ে সবজী বাগান নিয়ে মেতে উঠি। আমার ক্ষুদ্র আঙিনায় বাগান করবার মত স্থান খুব একটা নেই কিন্তু সেই কারণে পিছপা হবার মানুষ আমি নই। যেখানে যত টুকু মাটি পেয়েছি সেখানেই মহা উৎসাহে নানা জাতের গাছ লাগিয়েছি – টমেটো, বেগুন, করল্লা থেকে শুরু করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স পর্যন্ত। কিন্তু আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে লাউ গাছ। বিশেষ যত্ন করে প্রতি বছর লাউ গাছের জন্য মাচা করে, নিজে হাতে করে লাউয়ের ডগা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মাচায় তুলে দেই। একবার দাঁড়িয়ে গেলে অবশ্য তখন অন্য কেচ্ছা। লাউ গাছ ডগ ডগ করে বাড়তে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই মাচা-টাচা ছাপিয়ে মাটিতে উপচে পড়ার দশা হয়। সেই পর্যায়ে গেলে তখন আমার স্ত্রী লতা লাউয়ের ডগা কেটে শাক হিসাবে রান্না করে এবং সারা পাড়া বিলিয়ে বেড়ায়। এবছর মাত্র একটা লাউ গাছ লাগিয়েছি। একাধিক লাগালে সামলানো সমস্যা হয়ে পড়ে। এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক নিজ বাড়ীতে গ্রীষ্মে নানান ধরণের দেশী শাক-সবজীর চারা করে থাকেন। তাকে খুঁজে বের করে ডাবল দাম দিয়ে দেশী লাউয়ের চারা এনেছি। এদেশি লম্বা লাউ আমার পছন্দ নয়। সকালে বাসা থেকে বের হবার আগে খুব দ্রুত একবার চোখ বুলিয়েছিলাম, গাছটাতে অনেকগুলো মেয়ে ফুল হয়েছে। আমি নিজেই পরাগয়ান করি, পোকামাকড়ের উপর আজকাল আর ভরসা করা যায় না। বাসায় গিয়ে চা নাস্তা খেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, মনে মনে ভাবি। রাস্তায় আটকে থাকার বিরক্তিটা অনেক খানি উবে যায়।

বাসায় পৌঁছে চাবি দিয়ে দরজা খোলবার আগেই লতা তড়িঘড়ি করে এসে দরজা খুল্ল। একটু অবাকই হলাম। লতা সাধারণত এই সময়ে ফ্যামিলি রুমে বসে টেলিভিশন দেখে। আজকে এই উৎসাহের কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। হয়ত কোন কারণে মনটা ভালো। তার প্রতিক্রিয়ায় যদি আমার প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দেখায় তাতে অসুবিধার কি আছে? হাতের ব্যাগটা রোজকারের

মত মেঝেতে ছুড়ে দিচ্ছিলাম, হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলো লতা। দাঁড়িয়ে জুতা খুলতে অসুবিধা হয়। মোড়ায় বসতে হয়। সে ব্যস্ত হয়ে মোড়া এগিয়ে দিল। "কাজ কেমন চলছে?"

একটু বিপদে পড়ে গেলাম। লতা বউ হিসাবে খুবই ভালো কিন্তু বছর বিশেক যাদের বিয়ের বয়েস তাদের কাছ থেকে এই জাতীয় আদিখ্যেতা আশা করা যায় না। আমি বিস্ময় ঢাকার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "চলছে, যেমন চলে। তোমার শরীর টরির ভালো তো?"

"আমার শরীর ভালোই আছে," নরম গলায় বলল লতা। "যাও হাত মুখ ধুয়ে এসো। আমি কফি বানাচ্ছি।"

নিজের কফি সাধারণত নিজেই বানাই। গরম পানিতে ইনস্ট্যান্ট কফি ঢেলে দে নাড়া, এমন কোন রকেট সাইন্স নয় যে বউকে হাত লাগাতে হবে। ওসব নিয়ে আমার কোন নালিশ নেই। বরং নিজের কফি নিজে বানালেই ভালো। অন্যের উপর নির্ভরতা যত কম রাখা যায়। কিন্তু সমস্যা হল, আজ হঠাৎ লতা এতো খুশি কেন? নাকি সে কোন ফাঁদ পেতেছে? সোনা দানা কিনতে চায় না তো? কোন পর্ব-টর্ব আসছে নাকি? দামী শাড়ি টাড়ি কিনতে চায়? টাকা পয়সা সব লতার হাতেই থাকে কিন্তু জিনিষ পত্র কিছু কিনবার আগে সে আমার মতামত নেয় কারণ অর্থের অপচয় হয়েছে মনে হলে আমার খুবই মন খারাপ হয়। শুধু যে হৈ চৈ করি তাই নয়, কথা বার্তা মুখ দেখা দেখিও বন্ধ করে দেই। অপচয় আমার পছন্দ নয়। লতারও পছন্দ নয়। কিন্তু সমস্যা হল আমার কাছে কোনটা অপচয় সেটা বোঝাটা সহজ কাজ নয়। আমি যখন পাঁচশ' টাকা দিয়ে একটা গান শোনার সেট কিনি সেটা খুবই দরকারি বলে চালিয়ে দেই, কিন্তু লতা যখন একটা দামী ড্রেসিং টেবিল কেনে তখন আমার বুক ভেঙ্গে যায়। আমি জানি মাঝে মাঝে একটু বেশী উদ্বেলিত হয়ে পড়ি কিন্তু তাতে মন্দের চেয়ে ভালোই বেশী হয়। লতা ভয়ে ভয়ে খরচ করে।

কাপড় পালটে একটা হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে যখন কিচেনে এলাম ততক্ষণে কফি বানিয়ে ফেলেছে লতা। সাথে আবার সেমাই, আমার পছন্দ। সর্বনাশ! আমি এবার মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। হচ্ছে কি এসব? চোরা দৃষ্টিতে লতার দিকে তাকাই। নতুন কিছুই দেখি না। কফিতে চুমুক দিলাম। সেমাইটা চমৎকার হয়েছে। এক চামচ মুখে দিয়ে আয়েশ করে চিবাতে লাগলাম।

"বাগানে কাজ করবে এখন?" লতা মিষ্টি গলায় জানতে চাইল।

নিঃশব্দে মাথা দোলাই। অফিস থেকে এসে বাগানে গিয়ে ঘন্টা খানেক এটা সেটা করাটা আমার অভ্যাস। আগাছা তুলি, পরাগয়ন করি, শুকনা পাতা ছিঁড়ে দেই – কত কিছু করার আছে বাগানে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, যুকিনি – প্রতিদিন কতটুকু বড় হল সেটা দেখতেও অসম্ভব ভালো লাগে। খানিকটা যেন নিজের বাচ্চার মত, চোখের সামনে প্রতিদিন ডগমগ করতে করতে বড় হচ্ছে। বুকটা

ভরে যায়। সবচেয়ে ভালো লাগে লাউ বড় হওয়া দেখতে। ঘন সবুজ লতানো গাছের ফাঁক দিয়ে মাচার নীচে ঝুলে থাকা নিটোল সবুজ লাউগুলো যখন পুষ্ট হয় তখন দেখতে কি সুন্দরটাই না লাগে! ছবি তুলে বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে যেমন আনন্দ তেমনি তাদের বাসায় বাসায় গিয়ে সেই লাউ দিয়ে আসতেও মহা আনন্দ। এবারও অনেক যত্ন করে লাউ গাছ বড় করছি, গাছ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভয়ানক ফলন হবে। সবাইকে দিয়ে থুয়েও থেকে যাবে।

লতা খুক খুক করে কাশছে। "কাশছ কেন? সর্দি টর্দি হয়েছে নাকি?" ভ্রু কুঁচকে জানতে চাই। এতো আদর যত্নের রহস্য এখনও ফাঁস হয় নি।

"কিচ্ছু হয় নি আমার," লতা আলতো গলায় বলল। "আজকে না হয় বাগানে কাজ না করলে। চল বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসি।"

"আগে বাগান থেকে ঘুরে আসি, তারপর যাবো," আমি বললাম। "অনেক গুলো লাউয়ের ফুল এসেছে। দেখেছ কেমন রমরমা অবস্থা? পলিনেট করতে হবে।"

"দেখেছি," লতা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল। "আজকে লাউ শাক তুলেছি।"

এতক্ষণে রান্নাঘরের কাউন্টারের উপর রাখা একগাদা লাউয়ের কচি ডগা খেয়াল করলাম। লতার খুব পছন্দের জিনিষ। আমি নিজেও খাই কিন্তু খুব একটা পছন্দ করি না। "অনেক শাক হয়েছে দেখি!" খুশী গলায় বলি।

মাথা দোলায় লতা। "হ্যাঁ। তোমার লাউ গাছ তো সব সময়েই খুব ভালো হয়।"

একটু গর্ব নিয়ে বললাম, "আরে সব কিছুর টেকনিক আছে। এবার একটা গাছেই দেখ কেমন ফলন হয়। যত ইচ্ছা শাক খেতে পারবে। আজ একটা ডগা কাটবে, কালই ওখান থেকে আরও পাঁচটা ডগা বের হবে। দেখতে হবে না কার লাউ গাছ!"

কফি শেষ হয়েছে। উঠছিলাম, লতা আমাকে একটা প্লেটে আরও কিছুটা সেমাই ঢেলে দিল। আমি মাথা নাড়লাম। "বাগান থেকে ঘুরে আসি, তারপর খাব। লাউয়ের ফুলগুলো পলিনেট না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।"

লতা উঠল। "আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আসতে দেরী হতে পারে।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"দোকানে," দরজার দিকে রওনা দিয়েছে লতা।

“পোলাপান?”

“থাক বাসায়। ওরা ওদের মত পড়াশুনা করছে।” লতা দ্রুত স্যান্ডেলে পা গলিয়ে গাড়ির চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য হলাম। ঘটনা কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ কেনই বা এমন আদর যত্ন, আবার এমন করে কেনই বা বাইরে চলে যাওয়া – ঠিক লতার সাথে মেলে না। রাতে চেপে ধরলেই হবে, ভাবলাম। লতার পেট পাতলা। রহস্য খোলাসা না করে সে থাকতে পারবে না। স্লাইডিং ডোর ঠেলে বাগানে পা রাখি। প্রথমেই পড়ে লাউ গাছের মজবুত মাচা। বেশ কিছু বাড়ন্ত লাউ ঝুলে থাকতে দেখে মুখে হাসি চলে এলো। পরিতৃপ্তির হাসি। কাছে গিয়ে হাত বোলাতে গিয়ে একটু খটকা লাগল। গাছ কেমন শুকনা শুকনা লাগছে। সমস্যা ধরতে খুব একটা বেশী সময় লাগল না। গাছটা গোঁড়া থেকে ফুট ছয়েক উপরে কাটা, একেবারে এপাশ ওপাশ কাটা। কাটার সাইজ দেখেই বোঝা যায় কাচির কাজ। পাথরের মত কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম। কি ঘটেছে বুঝতে বাকি থাকল না। লাউয়ের ডগা কাটতে গিয়ে কোন এক অদ্ভুত উপায়ে লাউ গাছ কেটে ফেলেছে লতা। বোঝাই যায়, কাচির দিকে মনোযোগ ছিল না। হয়ত ফোনে কথা বলছিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বাসার ভেতরে ঢুকে গেলাম। টেলিভিশন খুলে বসে একটা ছাইভস্ম প্রোগ্রাম দেখতে লাগলাম। চেষ্টা করছি লাউ গাছের কথা ভুলে থাকতে। এই পুরো গ্রীষ্মটাই মাটি হল।

ঘন্টা খানেক পর লতার ফোন এলো। “দেখেছ?”

“হু,” গলার ভেতরে থেকে গোঙানির মত শব্দ করি।

“অনেক রাগ হচ্ছে? এক্সিডেন্ট! মনে হল কলিং বেল বাজছে ... মুহূর্তের জন্য চোখটা অন্য দিকে ফিরিয়েছিলাম... ডগা মনে করে চাপ দিলাম... কাচিটাও এমন ধার... আমার মনে হয় গাছ ওখান থেকে আবার হবে। হবে না?”

ফোন রেখে দিলাম। কথা বলতে পারছি না। বুকটা ফেটে যাচ্ছে। লতার সাথে এবার পুরো এক সপ্তাহ কথা বলব না, সিদ্ধান্ত নিলাম।